দাই মা ফিরল দুপুরের একটু পরেই। সে রহমতের বয়েসী হবে। ষাট ছুই ছুই। কিন্তু শরীর এখনও বেশ শক্তপোক্ত। বেশ একটা দাপট নিয়ে হাঁটা চলা করে। রহমতের গাড়ী তার বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে কপাল কুচকাল। ভেতরে এসে রহমতকে স্বয়ং তার উঠোনে নাসেরের পাশে বসে থাকতে দেখে সে থমকে গেল।
"নাসের, তুই এখানে কি করিস?"
নাসের সংযত কণ্ঠে বলল, "ইনি জুলেখা বু'র স্বামীর বন্ধু। তোমার সাথে কথা বলবেন। বাবর ভাই বলেছে কথাবার্তা হলে ওনাকে নিরাপদে যাবার ব্যাবস্থা করতে।"
দাই মা বিড়বিড় করে বলল, "তুই কোন দুঃখে ঐ শয়তানটার সাথে পড়ে আছিস আল্লাই জানে।" এবার রহমতের দিকে ফিরল সে। "জুলেখা আপনাকে আমার কথা বলেছে?"
মাথা নাড়ল রহমত। "আমি যে এখানে এসেছি জুলেখা ভাবী জানে না। আমরা তার চিকিৎসা করাতে চাই। সেই জন্য খোঁজ খবর করছি। শুনলাম আপনি হয়ত কিছু জানতে পারেন।"
দাই মা নাসেরের দিকে তাকাল। "তুই বাশারের কথা সব বলেছিস?"
নাসের নিঃশব্দে মাথা দোলাল।
"তাহলে তো সব শুনেছেনই," রহমতকে উদ্দেশ্য করে বলল দাই মা। তার ঘরের দরজায় তালা ঝুলছিল। একটা চাবি বের করে দরজা খুলে ভেতরে গেল সে। একটা কাঁচের গ্লাশে কলসি থেকে পরিষ্কার পানি এনে রহমতের সামনে রাখল। "একটু পানি খান। বাসায় আর কিছু নাই। নাসের কয়টা ডাব পেড়ে দিবি?"
রহমত দ্রুত আপত্তি করল। "আমি কিছু খাব না। আমার পেটে অসুবিধা হয়।"
দাই মা কিছু একটা চিন্তা করল। "আপনার নাম কি?"
"রহমত আলী।"
"আপনি জুলেখার বর মিজানের বন্ধু? তাদের বিয়ের সময় আমি ছিলাম। বেশী মানুষকে বলা হয় নাই। বিয়েটা খুব চুপচাপ হয়েছিল। আচ্ছা আপনি ঘরের ভেতরে আসেন। আপনাকে আমি কিছু কথা বলব। নাসের বারান্দায় বয়। দরজাটা ভেড়ান থাক। কেউ এলে শব্দ করিস।"
দাই মাকে অনুসরণ করে ঘরের ভেতরে ঢুকল রহমত। পানিটা সে খেল না। এইসব জ্বীন-ভুত এবং খুন খারাবীর কথা শুনে তার এখন সবাইকেই সন্দেহ হতে শুরু করেছে। কে জানে কার কি মতলব আছে? ঘরটা ছোট। মাটির ঘর। পরিপাটি করে সাজানো। শোয়ার ব্যাবস্থা মাটিতে। একটা তোষক পাতা। সেখানেই বসতে হল রহমতকে। একটা জানালা আছে, কাঠের পাল্লা দেয়া। সেটা খুলে দিল দাই মা। ভেতরে কিছু আলো আসছে। একটা মোড়া নিয়ে কিছু দূরত্ব রেখে বসল সে।
"নাসেরের মুখে তো সব শুনেছেন। আমি আপনাকে যেটা বলব, সেটা আর কেউ জানে না। জুলেখার চিকিৎসা যদি করাতে চান, তাহলে একজন মানুষকে আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে। তাকে না পেলে কোন লাভ নেই। কিন্তু আগে আপনাকে কথা দিতে হবে, আমার মুখ থেকে যা শুনবেন, আপনার বন্ধু ছাড়া আর কাউকে বলবেন না।"
রহমতকে কথা দিতে হল। কৌতুহলে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুড়ী গলা নামিয়ে বলল,"তার নাম হচ্ছে মোল্লা, মোল্লা ইমাম। তার বিশেষ ক্ষমতা আছে। সে জ্বীন পোষ

মানাতে পারে, তাড়াতে পারে, দাস করতে পারে। জ্বীনের উপর তার অনেক ক্ষমতা। সবার থাকে না। কারো কারো থাকে। জুলেখার চিকিৎসার জন্য মোল্লাকে নিয়ে এসেছিল ওর বাবা। দূর থেকে। যেন গ্রামের কেউ এই ব্যাপারে কিছু না জানে। তার বাবা, মা আর আমি ছাড়া আর কেউ কিচ্ছু জানে না। মেয়েটাকে আমি বুকে পিঠে করে মানুষ করেছি। ওর বাবা,মা আমাকে বিশ্বাস করত। জানত মরে গেলেও আমার মুখ থেকে কোন কথা বের হবে না। "

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল বুড়ী। "আসলামের সাথে বিয়ের কয়েক দিন আগে মোল্লাকে আনা হয়েছিল। রাতে। সে অনেক তুক তাক করে চাঁদনীকে তাড়ালো। আমরা ভাবলাম জুলেখা এবার সুখে থাকবে। কিন্তু চাঁদনী খুব শয়তান জ্বীন। সে আমাদের সবাইকে ধোঁকা দেয়। আমরা ভেবেছিলাম সে চলে গেছে, আসলে যায় নি। অভিনয় করেছিল। আসলামের সাথে বিয়ের পর সেটা ধরা পড়ল। বেচারা আসলাম বাধ্য হয়ে জুলেখাকে তালাক দিল। জুলেখার বাবা ভীষণ রেগে গেল। মোল্লাকে বলল জমিনের একটা ব্যাবস্থা করতে। যদি জমিনকে সরিয়ে দেয়া যায়, তাহলে চাঁদনী হয়ত নিজেই চলে যাবে। বনের মধ্যে বাশারকে কয়েক জন সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে ধরে মোল্লা। জমিনকে তাড়ানোর জন্য তাকে মারধোর করে। বাশারের বুকের দোষ ছিল। হার্ট ফেল করে। হতভাগা। জ্বীনের জন্য জীবনটা দিল। কিন্তু মোল্লা একটা কাজের কাজ করে। সে জমিনকে বন্দী করে তার সাথে নিয়ে যায়। কেউ জানে না জমিন কোথায়, কিভাবে আছে।"

রহমত চমকাল। "জমিন কি তাহলে মোল্লার দাস হয়ে আছে?"

"হ্যাঁ। তার পরই জুলেখার বাবা-মাকে বিষ দিয়ে মারে চাঁদনী"।

সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাচ্ছে না রহমত। এই মহাবিশ্বে কতটুকুই বা সে জানে?

"মোল্লাকে কোথায় খুঁজে পাব?" জানতে চাইল সে।

"জানি না," মাথা নাড়ল বুড়ী। "শুধু এইটুকু মনে আছে সে উত্তরের যাদবপুর নামে কোন গ্রাম থেকে এসেছিল।"

উত্তরের যাদবপুর? শুধু এই টুকুর উপর ভরসা করে কি কাউকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? উত্তর বলতে কত উত্তর? এই গ্রামের উত্তর নাকি পুরো বাংলাদেশের উত্তর? মনে হল না বুড়ীকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ হবে। রহমত তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

নাসের তার গাড়িতে করে বাজার পর্যন্ত এলো। তাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে হোটেলের পথ ধরল রহমত। তার মাথায় চিন্তার ঝড়। উত্তরের মোল্লাকে সে কি করে খুঁজে পাবে? অবিনেশ কি কোন কাজে আসবে?

অবিনেশকে হোটেলের ডেস্কেই পাওয়া গেল। রহমতকে দেখেই সে বিশাল এক গাল হাসি দিল। "কোথায় ছিলেন আপনি সারা দিন? জামালপুরে? যে কাজে এসেছিলেন, সেটা হল?"

রহমত দাঁড়িয়ে গেল। "কিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু আপনার একটু সাহায্য লাগবে মনে হচ্ছে।"

অবিনেশ খুশী হয়ে গেল। "বলেন কি! আপনার কোন কাজে আসতে পারলে খুব ভালো লাগবে। আপনি মানুষটা ভালো। বলেন, কি করতে পারি?"
রহমত দ্বিধা করছে দেখে গলা নামিয়ে যোগ করল, "গোপন কথা হলে আপনার কামরায় গিয়ে আলাপ করা যায়। দেয়ালেরও কান আছে।"
তাকে সাথে করে নিজের কামরায় এনে দরজা লাগিয়ে দিল রহমত। "দেখুন অবিনেশ, ব্যাপারটা একটু নাজুক। আপনাকে বললে আপনি আবার আমাকে পাগল টাগল ভাববেন না।"
অবিনেশ হাসি মুখে বলল, "বয়েস তো কম হল না। পাগল জীবনে অনেক দেখেছি। আরোও দেখব। কিন্তু আপনি যে তাদের একজন নন, সে আমি প্রথন দেখাতেই বুঝেছি। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন।"
"আমি একজন মানুষকে খুঁজছি। তার নাম মোল্লা ইমাম। সে জ্বীনের ওঝা। আপনার কি বিশ্বাস আমি জানি না। আমারটাও জানতে চাইবেন না। কিন্তু নিতান্ত বিপদে পড়েই এখানে এসেছিলাম। আমার বন্ধু একটি কম বয়েসী মেয়েকে বিয়ে করে কানাডা নিয়ে যায়। মেয়েটির কিছু একটা সমস্যা আছে। সবাই বলছে তার উপর জ্বীনের আছর আছে। এই মোল্লা সাহেবকে আমার দরকার। জামালপুরে ঐ মেয়েটির খুব ঘনিষ্ট এক আত্মীয়সম মহিলা আমাকে বলেছে, মোল্লা ইমাম আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু তার সম্বন্ধে খুব বেশী তথ্য আমার কাছে নেই। শুধু জেনেছি সে উত্তরে যাদবপুরে থাকে। কোন উত্তর, কোন যাদবপুর – আমার কোন ধারনা নেই।"
সব শুনে অবিনেশ কিছুক্ষন আপন মনে ভাবল। "গ্রামাঞ্চলের মানুষ জ্বীন-পরী খুব গভীর ভাবে বিশ্বাস করে। ভগবানের দুনিয়ায় অনেক কিছুই সম্ভব। আমাকে দেখে যাই মনে হোক, আমি আবার বিজ্ঞান অন্ত প্রাণ। কোন কিছু ব্যাখ্যা করতে না পারলে বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ থাক। আপনার দরকার মোল্লা ইমামকে খুঁজে বের করা। তার নামও আমি কখন শুনিনি, যাদবপুর বলে কোন জায়গাও এই অঞ্চলে আছে বলে জানি না। কিন্তু, আমি একজনকে চিনি যার জ্বীনের ওঝা বলে কিছু পরিচিতি আছে। তার সাথে একটু আলাপ করে দেখি। যদি কিছু জানতে পারি তাহলে আপনাকে জানাব।"
অবিনেশ চলে যাবার আগে জানতে চাইল, "খাওয়া দাওয়া হয়েছে? যদি চান আমি রুম সার্ভিসের ব্যাবস্থা করতে পারি।"
রহমত বাইরে গিয়ে খাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। শহরটা ছোট হলেও বেশ সুন্দর। একটু হেঁটে দেখতে চায়। অবিনেশ চলে যেতে গোছলে চলে গেল। মিজানের ওখানে কি হচ্ছে কে জানে? আজকে যা জেনেছে, সেটুকু বন্ধুকে টেক্সট করে দিল। ফোন করতে ভয়ই হয়। জুলেখা কাছাকাছি থাকলে কি সন্দেহ করে বসবে কে জানে? তার সামনে মিজান মন খুলে কথাও বলতে পারবে না। কি যে বিপদে পড়া গেল! এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ কি? মেয়েটাকে এখানে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার তো কোন প্রশ্নই আসে না। হয় সে নিজে মরবে, নয়ত অন্যদের মারবে।

অফিসে পৌঁছে রহমতের টেক্সট পড়ল মিজান। রহমত অল্পের মধ্যে নতুন তথ্য যা

পেয়েছে জানিয়েছে। বাস্তব–অবাস্তব নিয়ে আর মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না মিজান। যদি মোল্লা ইমাম এই সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে তাহলে তাকেই খুঁজে বের করতে হবে। তার আসা-যাওয়ার খরচ মিজান দেবে, সেটা কোন সমস্যা নয়। কিন্তু তার ভিসার ব্যবস্থা কি করে করা যাবে সেটা একটা চিন্তার ব্যাপার। কিন্তু আগে তাকে খুঁজে পাওয়াটা প্রয়োজন। পরে এসব নিয়ে বিস্তারিত চিন্তা করা যাবে। তার হয়ত এতো দূরে পাড়ি জমানোরই দরকার হবে না। যারা জ্বীন পোষে তারা নাকি দূরে বসেই অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারে। মোল্লার ক্ষমতা কতখানি কে জানে?

কাজের ফাঁকে সুযোগ বুঝে রহমতকে একটা ফোন দিল। তখনও ঘুমাতে যায়নি সে। রাত দশটার মত বাজছে বাংলাদেশে। সারা শহর একেবারে সুনসান করছে। তার কামরায় একটা টেলিভিশন আছে। সেটাই দেখছিল রহমত। মিজানের কাছে সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব বিস্তারিত বর্ণনা করল। অবিনেশ এখনও তাকে কিছু জানায় নি। যে ওঝার সাথে সে যোগাযোগ করতে চেয়েছিল তাকে ফোন করে পাওয়া যায় নি। বোধহয় কোথাও জ্বীন ঝাড়াতে গেছে। মেসেজ রেখেছে অবিনেশ। কখন কল ব্যাক করবে কে জানে? রহমত অবশ্য দৃঢ় সংকল্প করেছে মোল্লার হদিস না নিয়ে সে কোথাও যাচ্ছে না। এতো দূর এসে পিছিয়ে যাবার প্রশ্নই আসে না।

রহমতকে ঘুমাতে যাবার সুযোগ দিয়ে কাজে ফিরে গেল মিজান। মালেক এবং জিনিয়া এখনও কোন কিছু জানায় নি। একবার ফোন করবে কিনা ভাবল। পরে মত পাল্টাল। বার বার ফোন করলে ওদের দাম বেড়ে যাবে। যা সিদ্ধান্ত নেবার নিক। বাসায় আপাতত শান্তিতেই আছে মিজান। সে তার মত থাকে, জুলেখা নিজের মত। সাইকিয়াট্রিস্টের খবর নিয়েছে সে। ভদ্রলোক সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবেন কিন্তু কিছুদিন সময় লাগবে। তাকে বাসায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পুর্ণ বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে সপ্তাহ দুয়েক। কোন পুলিশি ঝামেলা হয় নি কারণ এলান চায় নি। সে কাউকে দোষারোপও করে নি। মনে মনে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে মিজান। ঠিক করেছে আর কিছুদিন পরে গিয়ে তাকে দেখে আসবে।

কাজ সেরে বাসায় ফিরতে ফিরতে বিকেল হল। ইদানীং জুলেখার সাথে প্রায় কথা বার্তা হয়ই না। আগের মত এখন আর অফিস থেকে তাকে ফোন করে না মিজান। ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হয়। জুলেখার জন্য তার চিন্তা করবার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ফোন করে কি কথাই বা বলবে?

বাসায় ফিরে তার অবাক হবার পালা। সমস্ত বাড়ী পরিপাটি করে গুছিয়েছে জুলেখা। অনেক পদের রান্না করেছে। টেবিলে প্লেট পর্যন্ত সাজিয়ে দিয়েছে – চারটা। মিজান ভাবল হয়ত মালেক এবং জিনিয়া এসেছে। কিন্তু তাদের কোন চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না। তাকে এদিক ওদিক খুঁজতে দেখে জুলেখা বলল, "এখনও আসে নি। চলে আসবে। আমরা এক সাথে খাব।"

"ফোন দিয়েছিল নাকি?" মিজান কৌতুহলী হয়ে জানতে চায়।

তার প্রশ্নের উত্তর দেয় না জুলেখা। মিষ্টি হেসে বলল, "চলে আসবে। আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসেন।"

কথা না বাড়িয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল মিজান, পিছু ডাকল জুলেখা। "শোনেন! ওরা

আমাকে পছন্দ করবে তো?"
মাথা দোলাল মিজান। "অনেক পছন্দ করবে।"
জুলেখা লাজুক গলায় বলল, "আমি কিন্তু আপনার সাথে এক ঘরে থাকব না। চাঁদনী খুব রাগ করবে। ওদেরকে আবার কিছু বলবেন না।"
মাথা নাড়ল মিজান। বলবে না। উপরে এসে ফোনটা চেক করল। কল লগ দেখল। সকাল থেকে উলটো পালটা কিছু ফোন এসেছে, বোধহয় টেলিমার্কেটারদের কাছ থেকে। মালেক কিংবা জিনিয়ার নাম্বার দেখল না। জুলেখা কেন ধরে নিচ্ছে ওরা আজকে আসবে। তবে কি চাঁদনী তাকে কিছু জানিয়েছে? তার কি সত্যিই কোন অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে? দেখা যাক। সে গোছল করতে গেল।
আধা ঘন্টা পরে যখন পোষাক পরে নীচে নেমে এলো, লিভিংরুমে মালেক এবং জিনিয়াকে জুলেখার সাথে বসে আলাপ করতে দেখে তার বুক ধ্বক করে উঠল। "তোরা?"
জিনিয়া সহজ কণ্ঠে বলল, "চলে এলাম বাবা। জুলেখার সাথে কথা হচ্ছিল। ও তো বলছে এই বাড়ী নাকি ওর খুব পছন্দ!"
মিজান দ্বিধা করে বলল, "ও কিন্তু তোদের সম্পর্কে মা হয়, না?"
জুলেখা দ্রুত বাঁধা দিল। "আমিই ওদেরকে বলেছি আমাকে নাম ধরে ডাকতে। এখানে তো সবাই সবাইকে নাম ধরেই ডাকে। আর আমি তো ওদের সৎ মা। এসো, তোমাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দেই। তোমরা হাত মুখ ধুয়ে এলে ডিনার দিয়ে দেব। তোমরা তো এদেশে বড় হয়েছ। নিশ্চয় তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও?"
মালেক হেসে বলল, "তুমি চিন্তা কর না জুলেখা। আমাদের অত ক্ষুধা লাগে নি।"
জুলেখা হাসি মুখে বলল, "ক্ষুধা না লাগলেও আজ তাড়াতাড়ি খেতে হবে। এতো কষ্ট করে রান্না করেছি। গরম গরম না খেলে ভালো লাগবে না। চল, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দেই। বাক্স কোথায়?"
জিনিয়া বলল, "গাড়ীতে। নিয়ে আসি। আয় ভাইয়া।"
মালেক বোনকে অনুসরণ করে বাইরে গাড়ীতে গেল তাদের বাক্সপেটরা আনতে। জুলেখা মিজানের দিকে তাকিয়ে ভ্রু নাচাল। "কি, বলেছিলাম না আসবে? ওরা খুব সুন্দর আর ভদ্র। ওদেরকে আমার খুব ভালো লেগেছে!"
মিজান মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠল। জুলেখা এতো খুশী হবে সে আন্দাজ করে নি। হয়ত এটাই জুলেখার প্রকৃত রূপ। লক্ষী আর মায়াময়ী একটা মেয়ে। কিন্তু চাঁদনী তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। ছেলেমেয়ে দুটো কোন বিপদে না পড়লে হয়। এলানের কথা মনে হল। তাকে সাহায্য করতে গিয়ে বেচারার কি দুর্দশা হল!